দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

বেসরকারী শিক্ষকদের ৬শ' কোটি টাকার তহবিল বিএনপি-জামায়াত ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ যথেচ্ছা লুটপাট : ৪ হাজার পেনশন আবেদন ফাইল বন্দি : শিক্ষা উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা

ইনকিলাব রিপোর্ট

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে চারদলীয় জোট সরকারের শাসন আমলের অবসান ঘটলেও দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রায় ৩ মাস অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়েছে বিগত জোট সরকার আমলের ক্ষমতাধর সাবেক আমলা ও সাবেক মন্ত্রী, এমপিদের নির্দেশনায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বোর্ড এমনকি সরকারী তহবিলে গঠিত আর্থিক খাতগুলোর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষক পরিচয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চিহ্নিত ক্যাডার ও কট্টর সমর্থকরা। এর মধ্যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশনকালে ন্যূনতম আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে গঠিত 'বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট' ও 'বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বেসরকারী শিক্ষকদের ৬শ' কোটি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বোর্ড' পরিচালনা কমিটিতে এখনও বহাল রাখা হয়েছে আর্থিক দুর্নীতি, শিক্ষাগতযোগ্যতার সনদ জালিয়াতি, তথ্য গোপন করে উচ্চতর স্কেলে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত তথাকথিত শিক্ষক নেতারা। প্রায় ছয়শ' কোটি টাকার তহবিল সম্বলিত এ দু'টি বোর্ডের পরিচালনা কমিটিতে বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি হিসেবে যে সব ব্যক্তিকে বহাল রাখা হয়েছে তার মধ্যে ২/১ জন ছাড়া বাকি সকলের বিরুদ্ধেই অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক পেশাগত জীবনের সকল স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ সত্ত্বেও তার 'ব্লুআইড বয়' খ্যাত মোঃ সেলিম ভূঁইয়াকে অবসর সুবিধা বোর্ডে এবং সেলিম ভূঁইয়ার সকল অপকর্মের অন্যতম হাতিয়ার চৌধুরী মুশিহউদ্দীন মাহমুদকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়। একইভাবে দু'টি কমিটিতেই যে ১৪ জন করে বেসরকারী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশই যতটা না শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তার চেয়ে বেশী পরিচিত বিএনপি বা জামায়াতের ক্যাডার হিসেবে।

জানা যায়, এ দু'টি কমিটির মধ্যে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নানামুখী লবিং তদবিরের মাধ্যমে সেলিম ভূঁইয়া প্রথমে কল্যাণ ট্রাস্টে এবং পরে অবসর সুবিধা বোর্ড শিক্ষা প্রতিনিধি হিসেবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দু'টি তহবিল থেকেই নানাভাবে মোটা অংকের অর্থ আত্মসাতের তথ্য, প্রমাণ একাধিক বার সংশ্লিষ্ট সকলপর্যায়ে উপস্থাপন করা হলেও অজ্ঞাত কারণে সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি তৎকালিন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিজে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাননি। বেসরকারী শিক্ষককদের বেতনের অংশ বিশেষ এবং রাষ্ট্রীয় তহবিলের সমন্বয়ে গঠিত এ দু'টি তহবিলের অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর করার নামেও সেলিম ভূঁইয়া ও মুশিহ মাহমুদ বড় অংকের কমিশন বাগিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ে অবসর সুবিধা বোর্ডে সেলিম ভূঁইয়ার নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করলেও সে রায় উপেক্ষা করেই এখনও পদ দখল করে রেখেছেন তিনি। উপরন্তু এ বোর্ডের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায় তাৎক্ষণিক কার্যক্রম চালিয়ে নিতে মন্ত্রণালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাঅধিদপ্তর থেকে যে ক'জন লোক নিয়োগ করা হয়েছিল তার মধ্য থেকে সেলিম ভূঁইয়া বেশ ক'জনকে গায়ের জোরে বের করে দিয়ে সেখানে নিজের ভাইপো, ভাগ্নে, সাবেক মন্ত্রীর দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তার নিকটাত্মীয়দের নিয়োগ দিয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে অবসর সুবিধা বোর্ডে প্রায় সোয়া ৩শ' কোটি এবং কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলে আরো আড়াইশ' কোটি টাকা রয়েছে। কিন্তু, বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্যাডারদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে এ দু'টি বোর্ড থেকে ওই দু'টি রাজনৈতিক দলের সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়া অন্যদের পেনশন সুবিধা ছাড় করা হচ্ছে না। অবসর গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধার টাকা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকলেও চার হাজারেরও বেশী পেনশন আবেদন ফাইলবন্দি রয়েছে। পক্ষান্তরে ভাগ্যভাগির শার্ভে বেশ কিছু শিক্ষক-কর্মচারীর পেনশনের নামে প্রাপ্য অর্থের চেয়ে বেশী টাকা ছাড় করে তা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে চাকরিতে রয়েছেন এমন শিক্ষককে অবসর দেখিয়েও ছাড় করা হয়েছে লাখ লাখ টাকা।

চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীরা অবিলম্বে এ দু'টি কমিটি বাতিল করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিনিধিদের দ্বারা পুনর্গঠনের জন্য বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টার নিকট জোর দাবী জানিয়েছেন।